(৪৩) অস্তার্থক জটিল : "যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে, সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে।"

নাস্তার্থক সরল : সুগন্ধ ফুলের গাছে আহার্য ফল না ধরলেও ক্ষতি কিছু নেই।

বাচ্য

১৮৯। বাচ্য : ক্রিয়ার যে প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা জানা যায় যে, (১) ক্রিয়াটির অন্বয় বাক্যের কর্তৃপদের সহিত কি না, (২) কর্মপদের সহিত কি না, অথবা (৩) কর্তৃ-কর্ম কোনোটির সহিত অন্বিত-না-হওয়া ক্রিয়াটির দ্বারা কেবল ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতেছে কি না—ক্রিয়ার সেই প্রকাশভঙ্গীকেই বাচ্য বলা হয়।

বাচ্য চারি প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

(১) কর্তৃবাচ্য—বাক্যবিন্যাসে কর্তৃপদ যখন বাক্যে প্রাধান্যলাভ করে, ক্রিয়া যখন স্বতঃই কর্তৃপদের অনুগামী, তখন ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য হয়।

এই বাচ্যে ক্রিয়াটি সকর্মক ও অকর্মক দুইই হইতে পারে। সকর্মক হইলে তাহার কর্ম থাকিবে। এই বাচ্যে কর্তৃপদে কর্তৃকারকের বিভক্তি এবং কর্মপদে কর্ম-কারকের বিভক্তি হয়। যেমন,—পাখিরা গান গায় (অকর্মক)। তোমরা আসছ কখন (অকর্মক)? অনিন্দিতা ভিক্ষা দিতেছে (সকর্মক)। শিশু চাঁদ দেখিতেছিল (সকর্মক)। কাজটা আমিই করব (সকর্মক)। সে ভাত খেয়েছে কি (সকর্মক)? এ ব্যাপারে রমণীবাবুকে ডাকুন (সকর্মক)। প্রতিটি উদাহরণে লক্ষ্য কর—কর্তৃপদের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হইতেছে।

(২) কর্মবাচ্য—বাক্যবিন্যাসে কর্মপদটি যখন কর্তৃপদে পরিণত হইয়া বাক্যে প্রাধান্য পায় এবং ক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয়।

এই বাচ্যে কর্তৃপদে করণের (বা কর্মের, অথবা সম্বন্ধপদের) বিভক্তি হয় এবং কর্মে শূন্যবিভক্তি (কখনও-বা কে) হয়। আর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে হ-ধাতুর (যা, আছ্, পড়্, চল্ প্রভৃতি) যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। বাংলায় অধিকাংশ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ নাই বলিয়াই কর্মবাচ্যের ক্রিয়াগঠনের এই ব্যবস্থা। যেমন—অনিন্দিতার দ্বারা ভিক্ষা দেওয়া (প্রদত্ত) হইতেছে। শিশুকর্তৃক চাঁদ দেখা (দৃষ্ট) হইতেছিল। কাজটা আমাকেই করতে হবে। তার ভাত খাওয়া হয়েছে কি? এ ব্যাপারে রমণীবাবুকে ডাকা হউক। লক্ষ্য কর—ক্রিয়াটি কর্মনিষ্ঠ বলিয়া কর্মপদটির পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হইতেছে।

বাংলায় যে কয়েকটি ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ আছে, তাহাদের কর্মবাচ্যের রূপ আর ণিজন্ত রূপ প্রায়ই অভিন্ন : কোরাস গানটা ভালো শোনাচ্ছে (শ্রুত হচ্ছে) না। ঘর থেকে চাঁদকে খুব ছোটো দেখায় (দৃষ্ট হয়)। "সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না।"

(৩) ভাববাচ্য—যে বাক্যবিন্যাসে ক্রিয়ার ভাবই প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যে কর্তৃপদে সম্বন্ধপদের বা কর্মকারকের বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া

সর্বদাই প্রথমপুরুষের রূপে থাকে। যেমন—পাখিদের গান গাওয়া হয়। তোমাকে আসা হচ্ছে কখন? মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? তোমাকেই প্রথমে গাইতে হবে। পুরী থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। এই অবেলায় আপনার আর খাওয়া চলবে কি? লক্ষ্য কর—ভাববাচ্যের ক্রিয়াটি সর্বদাই হ-ধাতুনিষ্পন্ন অকর্মকা ক্রিয়া এবং মধ্যম ও প্রথমপুরুষে একই রূপে থাকে: কেবল উত্তমপুরুষের বেলায় যা ধাতুনিষ্পন্নও হয়।

অল্পপরিচিত ব্যক্তি বা অপরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার সময় আপনি বা তুমি অথবা তুই—কোন্ সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিলে এই ভাববাচ্যের আশ্রয়টি বেশ নিরাপদ্। "কেমন বেড়ালি, বা বেড়ালে বা বেড়ালেন" (কর্তৃবাচ্যের) না বলিয়া "কেমন বেড়ানো হলো?" বলা হয়। সেইরূপ "এখন দিনকতক এখানে থাকছিস বা থাকছ বা থাকছেন তো?" না বলিয়া স্বচ্ছন্দে "এখন দিনকতক এখানে থাকা হবে তো?" বলিয়া ভদ্রতারক্ষা করি।

(৪) কর্মকর্তৃবাচ্য—যে বাক্যবিন্যাসে কর্তার উল্লেখ থাকে না, কর্মটিই কর্তৃপদ অধিকার করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। "পায়ের শিকল কাটিল না।" শিকল যে কাটে সে কর্তৃপদ এবং শিকল কর্ম। কিন্তু সেই কর্তৃপদের উল্লেখ বাকো না থাকায় শিকল পদটি নিজেই যেন কর্তৃপদ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পদটি মূলতঃ ছিল কর্ম, কর্তৃপদ পাইয়া হইয়াছে কর্মকর্তৃপদ। বাচ্যটির নাম তাই কর্মকর্তৃবাচ্য। এবং কাটিল (√কাট্+ইল) সকর্মকা ক্রিয়াটি সঙ্গে-সঙ্গে অকর্মকা-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই বাচ্যের ক্রিয়াটিকে সকর্মকা (অন্ততঃ প্রেরণার্থক ধাতুনিষ্পন্ন) হইতেই হইবে, নতুবা তাহার কর্ম থাকিবে না. আর কর্ম না থাকিলে ক্রিয়মাণ থাকিয়া কর্মকর্তৃপদ হইবে কে? কর্মকর্তৃপদ না হইলে তো কর্মকর্তৃবাচ্যই হইবে না। আরও উদাহরণ—(i) রাত্রি নটায় অনুষ্ঠান ভাঙল। (ii) খদ্দর ছেঁড়ে কম। (iii) অত লিচু খেও না, পেট কামড়াবে। (iv) মাথাটা ধরেছে বড্ড। (v) "পেটও তো তাদের যথেষ্ট ভরছে।" (vi) স্টেশনে পৌঁছনোমাত্র ট্রেনটা ছেড়ে দিল। (vii) "প্রভাতের ফল···বিকালবেলায় বকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।" (viii) "হিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি।"

কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ কেবল কর্তৃবাচ্যের—সর্বদাই প্রথমপুরুষের। উল্লিখিত ক্রিয়াগুলির কর্তৃপদকে খুঁজিতে গিয়া ক্রিয়াগুলির সিদ্ধ ধাতু (যথা—কাট্, ভাঙ্, ধর্, ছিঁড়্, কামড়া, বিকা, ভর্, ছাড়্) যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই বাচ্যটি কর্মকর্তৃবাচ্য, কিন্তু ণিজন্ত ধাতুর প্রয়োজন হইলে কেবল কর্তৃবাচ্য হইবে। (i)-চিহ্নিত বাক্যটির অনুল্লিখিত কর্তৃপদ সভাপতিমহাশয় অনুষ্ঠান ভাঙলেন (√ভাঙ্), এবং বাক্যের ক্রিয়া ভাঙল (√ভাঙ্)—একই ধাতু; সুতরাং কর্মকর্তৃবাচ্য। কিন্তু—(i) কবিতার ই বাজারে কাটে (√কাট্+এ) কম। বাক্যটির কর্তা বিক্রেতা। বিক্রেতা বই কাটান (√কাটা—সাধিত)। কাট্ এবং কাটা এক ধাতু নয়। (ii) "টাকা এতদিন খাটেছে (√খাট্+এছে) তো।" বাক্যটির কর্তা মানুষ। মানুষ টাকা খাটায় (√খাটা—ণিজন্ত)। খাট্ এবং খাটা কি একই ধাতু? (iii) "সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ।" কেহ শঙ্খ বাজায় (√বাজা—ণিজন্ত), তাই শঙ্খ বাজে (√বাজ্+এ)। এখানেও বাজ্ এবং বাজা ধাতু কদাপি এক নয়। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি বাক্যই কর্তৃবাচ্যের, এবং ক্রিয়াগুলি মূলতঃ অকর্মকা, প্রতীয়মান অকর্মকা নয়। এই ব্যাপারে

"ক্রিয়াপদকু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি" সূত্রটির কেবল শেষাংশের উপর নয়, ক্রিয়াপদ কথাটির উপরও লক্ষ্য রাখিবে।

বাচ্য-পরিবর্তন

১২৩। বাচ্য-পরিবর্তন : বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রাখিয়া এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে রূপান্তরিত করার নাম বাচ্য-পরিবর্তন।

কেবল কর্তৃপদ, কর্মপদ ও ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটাইয়া বাচ্য পরিবর্তন করা হয়। বাচ্য-পরিবর্তনে ক্রিয়ার কালের বা ভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয় না। সাধু বা চলিত ভাষারীতিটিও অক্ষুণ্ন রাখিতে হয়।

(ক) কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্য—কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া সকর্মকা হইলে বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায়। কর্তৃপদে করণ বা কর্মকারকের অথবা সম্বন্ধপদে বিভক্তি আর কর্মপদে শূন্যবিভক্তি হয়। হ্, যা, আছ্, পড়্ প্রভৃতি ধাতুর যোগে গঠিত ক্রিয়াপদটি কর্মের অনুগত হয়। তৎসম ধাতুজ ক্রিয়ার পূর্বে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ এবং খাঁটী বাংলা ধাতুজ ক্রিয়ার পূর্বে আ-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ বসে।

(১) কর্তৃবাচ্য : অচিন্ত্যবাবু পরমাপ্রকৃতি রচনা করিয়াছেন।
কর্মবাচ্য : অচিন্ত্যবাবু কর্তৃক পরমাপ্রকৃতি রচিত হইয়াছে।
(২) কর্তৃবাচ্য : পুলিস চোর ধরিয়াছে।
কর্মবাচ্য : পুলিস কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে। [সংস্কৃত রীতি
পুলিসের হাতে চোর ধরা পড়িয়াছে। [খাঁটী বাংলা রীতি
(৩) কর্তৃবাচ্য : সাপটা মারতে পারনি ?
কর্মবাচ্য : (তোমার হাতে) সাপটা মারা পড়েনি ?
(৪) কর্তৃবাচ্য : এবারের পূজা-সংখ্যা দেশ পড়িয়াছেন ?
কর্মবাচ্য : এবারের পূজা-সংখ্যা দেশ আপনার পড়া হইয়াছে ?
(৫) কর্তৃবাচ্য : জরুরী সভা আহ্বান করুন। [কর্তৃপদের উল্লেখই নাই]
কর্মবাচ্য : জরুরী সভা আহূত হউক।
(৬) কর্তৃবাচ্য : মামাকে চিঠি দিয়েছ ?
কর্মবাচ্য : মামাকে (তোমার) চিঠি দেওয়া হয়েছে ?
(৭) কর্তৃবাচ্য : বইখানা আজই কিনবে।
কর্মবাচ্য : (তোমাকে) বইখানা আজই কিনতে হবে।
(৮) কর্তৃবাচ্য : "তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।"
কর্মবাচ্য : তাই তোমাকে (আমার) চিঠি লেখা হচ্ছে।

(খ) কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্য—করণ, কর্ম বা সম্বন্ধপদের বিভক্তিযুক্ত পদটিকে কর্তৃকারকে আনিয়া, কর্তৃকারকের বিভক্তিযুক্ত পদটিকে কর্মে রূপান্তরিত করিয়া, হ্, আছ্, পড়্ প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত সমাপিকা ক্রিয়াটি বাতিল করিয়া কৃদন্ত পদটির মূল ধাতু হইতে সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করিতে হয়।

(১) কর্মবাচ্য : 'রূপরেখা'-দ্বারা বইখানি সুন্দর ছাপা হইয়াছে।
কর্তৃবাচ্য : 'রূপরেখা' বইখানি সুন্দর ছাপিয়াছে।
(২) কর্মবাচ্য : "ওঁর সব ধর্ম দেখা আছে।"
কর্তৃবাচ্য : উনি সব ধর্ম দেখেছেন।

(৩) কর্মবাচ্য : সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে ডাকা হোক।
কর্তৃবাচ্য : সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে ডাকুন (ডাক বা ডাকু)।
(৪) কর্মবাচ্য : জয়সিংহে আমার নিজের হাতে গড়া।
কর্তৃবাচ্য : জয়সিংহকে আমি নিজের হাতে গড়িয়াছি (গড়েছি)।
(৫) কর্মবাচ্য : রমাকে পাত্রপক্ষের আশীর্বাদ করা হয়ে গেছে?
কর্তৃবাচ্য : রমাকে পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে গেছেন?
(৬) কর্মবাচ্য : ছবিটি আমার আগেই দেখা।
কর্তৃবাচ্য : ছবিটি আমি আগেই দেখিয়াছি (দেখেছি)।
(৭) কর্মবাচ্য : এমন চমৎকার কবিতা বড়ো-একটা দেখা যায় না।
কর্তৃবাচ্য : এমন চমৎকার কবিতা বড়ো-একটা দেখি না।
(৮) কর্মবাচ্য : "তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি।"
কর্তৃবাচ্য : তিনি টিকিট কেনেননি।

(গ) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্য—কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্মিকা হইলে (অথবা সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্মটি উহ্য থাকিলে) বাক্যটিকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়। ভাববাচ্যে কখনও কর্তা উহ্য থাকে, কখনও-বা কর্তায় সম্বন্ধপদের বা কর্মকারকের বিভক্তি হয়। খাঁটী বাংলায় আ-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত ভাববাচ্যের ক্রিয়া যুক্ত হয়। ক্রিয়াটি হ-ধাতুনিষ্পন্ন হইয়া সর্বদাই প্রথমপুরুষের রূপে থাকে।

(১) কর্তৃবাচ্য : রোজ সকালে এদিকে যান (যাও বা যাস) কোথা?
ভাববাচ্য : রোজ সকালে এদিকে যাওয়া হয় কোথা?
(২) কর্তৃবাচ্য : এখন একটু ঘোমাব।
ভাববাচ্য : এখন আমাকে একটু ঘোমাতে হবে।
(৩) কর্তৃবাচ্য : কেমন ঘুমালেন?
ভাববাচ্য : আপনার কেমন ঘুম হল?
(৪) কর্তৃবাচ্য : ছেলেমেয়েরা খেয়েছে? (সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্মটিই নাই)
ভাববাচ্য : ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়েছে?
(৫) কর্তৃবাচ্য : মশায়, কোথা থেকে আসছেন?
ভাববাচ্য : মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
(৬) কর্তৃবাচ্য : আমরা তাহলে এখন উঠি?
ভাববাচ্য : আমাদের তাহলে এখন ওঠা হোক?

(ঘ) ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্য—ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত র (এর) অথবা কে বিভক্তিযুক্ত পদটিকে বাক্যের কর্তৃপদে পরিণত করিয়া, হ বা যা-ধাতুনিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়াটিকে লোপ করিয়া কৃদন্ত পদটির মূল ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদের উপযোগী সমাপিকা ক্রিয়াটি গঠন কর।

(১) ভাববাচ্য : বারবেলা পড়ে গেল, আমার আর যাওয়া হল না।
কর্তৃবাচ্য : বারবেলা পড়ে গেল, আমি আর যাচ্ছি না।
(২) ভাববাচ্য : আমার হাতে আর তোমার ছাড়ান নেই।
কর্তৃবাচ্য : আমি আর তোমায় ছাড়ছি না।
(৩) ভাববাচ্য : আপনাদের এখন কি ভবানীপুরেই থাকা হয়?

কর্তৃবাচ্য : আপনারা এখন কি ভবানীপুরেই থাকেন ?

(৪) ভাববাচ্য : বিজয়ার দিন খাওয়া হল কখন ?

কর্তৃবাচ্য : বিজয়ার দিন খেলেন (খেলে বা খেলি) কখন ?

(৫) ভাববাচ্য : মাটিতে সকলকেই বসতে হবে।

কর্তৃবাচ্য : মাটিতে সকলেই বসবে (বসবেন বা বসবি)।

(৬) ভাববাচ্য : তোমার ছেলের আজ পড়া হয় নাই।

কর্তৃবাচ্য : তোমার ছেলে আজ পড়ে (পড়া করে) নাই।

বাচ্যান্তর-সাধনে নবগঠিত বাক্যটি শ্রুতিমধুর হওয়া চাই, নতুবা বাচ্য-পরিবর্তনে কোনো সার্থকতাই থাকে না। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" —কর্তৃবাচ্যের এই বাক্যটিকে ব্যাকরণের নিক্তি ধরিয়া আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাইয়া দাঁড়াইবে—আমার সোনার বাংলা, তুমি আমার দ্বারা ভালোবাসিত হও।—বাক্যটি কেমন শুনাইবে ? সুতরাং এরূপ বাক্যের বাচ্য-পরিবর্তন বিধেয় নহে।

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের পরস্পর রূপান্তর অসম্ভব। কর্মকর্তৃবাচ্যেরও বাচ্যান্তর হয় না। বাচ্যান্তরীকরণের আরও কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য কর।—

(১) "কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না।" (কর্মবাচ্য) কমলাকান্ত মনের কথা এ জন্মে আর বলিতে পারিল না (কর্তৃবাচ্য)। (২) মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত ও দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত (কর্মবাচ্য)। মেলায় (লোকে) দেশের স্তবগান গাহিত, দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করিত ও দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শন করিত (কর্তৃবাচ্য)। (৩) অল্প লোকই বেদের অর্থ বুঝিত (কর্তৃবাচ্য)। অল্প লোকের দ্বারাই বেদের অর্থ বুঝা হইত (কর্মবাচ্য)। (৪) কিছুই বলা যাচ্ছে না (কর্মবাচ্য)। কিছুই বলিতে পারিতেছি না (কর্তৃবাচ্য)। (৫) সইতে হল (ভাববাচ্য)। সইলাম (কর্তৃবাচ্য)। (৬) আজকের কাগজখানা এখনও পড়িনি (কর্তৃবাচ্য)। আজকের কাগজখানা এখনও আমার পড়া হয়নি (কর্মবাচ্য)। আজকের কাগজপড়া (কৃদন্ত বিশেষ্য) এখনও আমার হয়ে ওঠেনি (ভাববাচ্য)।

বাক্য-সংযোজন, বাক্য-বিয়োজন ও বাক্য-প্রসারণ

বাক্য-সংযোজন

১৯১। বাক্য-সংযোজন : পরস্পর অর্থ-সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন না ঘটাইয়া একটিমাত্র বাক্যে সংহত করার নাম বাক্য-সংযোজন। নবগঠিত বাক্যটি সরল, জটিল, যৌগিক—যেকোনো ধরনের হইতে পারে। বাক্য-সংযোজনের নিয়মগুলি লক্ষ্য কর।

(১) বাক্যাবলী হইতে একটিমাত্র প্রধান বাক্য বাছিয়া লইয়া ভাবী বাক্যটির কর্তৃপদ ও তদনুরূপ সমাপিকা ক্রিয়াটি নির্ধারণ কর।

(২) প্রয়োজনমতো অন্যান্য বাক্যগুলিকে কৃৎ বা [illegible] প্রত্যয়যোগে বা সমাস-নিয়মে সঙ্কুচিত করিয়া এক-একটি পদে পরিণত কর।

(৩) প্রয়োজনমতো অপ্রধান সমাপি[illegible]বাক্যগুলি

(৪) প্রয়োজনমতো অব্যয়পদের [illegible]রূপ করি[illegible]ত কর।